গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শৃঙ্খলা বিষয়ক শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

নম্বর- ৩৭.০০.০০০০.০৯৫.২৭.১০.২০২৪. ২৪৬

তারিখ: ২৬ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৯ এপ্রিল ২০২৪ খ্রি.

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব মো: আবদুস সালাম (২২৩৮৮) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সহকারী অধ্যাপক (অর্থনীতি), চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম গত ২০/১২/২০২৩ তারিখ চট্টগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ থানাধীন বাংলাদেশ মহিলা সমিতি (বাওয়া) উচ্চ বিদ্যালয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগাম ও রিটানিং অফিসারের বক্তব্য প্রদানকালে নির্বাচনী দায়িত্বপালনের ব্যাপারে আপত্তি জানান এবং অবান্তর কথা-বার্তা বলে রিটার্নিং অফিসার তথা বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম এর সাথে বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত হন এবং উক্ত অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধির বক্তব্য প্রদানকালে অপ্রাসঙ্গিক ও অযাচিত মন্তব্য করেন; যা নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী অসদাচরণ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন হতে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত নোটিশের জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করায় গত ০২/০৪/২০২৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তাঁর দাখিলকৃত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, বিভাগীয় মামলার প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি ও সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি দন্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, জনাব মো: আবদুস সালাম (২২৩৮৮) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সহকারী অধ্যাপক (অর্থনীতি), চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখার দন্ড প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য, তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালকে কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তিনি বরখাস্তকালীন সময়ের পূর্ণ বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন। একই সঙ্গে তাঁর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
০৯/৪/২৪
(সোলেমান খান)
সচিব

নম্বর- ৩৭.০০.০০০০.৯৫.২৭.১০.২০২৪. ২৪৬/১(৭)

তারিখ: ২৬ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৯ এপ্রিল ২০২৪ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (জনাব মো: আবদুস সালাম এর ব্যক্তিগত নথিতে/ডোসিয়ারে প্রজ্ঞাপনটি সংরক্ষণের অনুরোধসহ)।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।
৪। অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম।
৫। উপসচিব (সরকারি কলেজ-২), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭। সিস্টেম এনালিষ্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক/জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা .....।
৯। জনাব মো: আবদুস সালাম (২২৩৮৮), সহকারী অধ্যাপক (অর্থনীতি), চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম।

(মো: শাহীনুর ইসলাম) ৯/৪/২০২
উপসচিব